

📖 তথ্যপ্রবাহ.....

- পৃথিবীর প্রকৃত পরিধি → প্রায় ৪০,২৩৪ কি:মি:।
- পৃথিবীর ব্যাসার্ধ → প্রায় ৬,৪৩৬ কি:মি:।
- পৃথিবীর ব্যাস → প্রায় ১২,৬৬৭ কি:মি:।
- পৃথিবীর আয়তন → প্রায় ৫১,০১,০০৫০০ বর্গ কি:মি:।
- পৃথিবীর জলভাগের পরিমাণ → প্রায় ৩৬,১১,৪৮,২০০ কি:মি:।
- পৃথিবীর স্থলভাগের পরিমাণ → ১৪,৪৯,৫০,৩২০ কি:মি:।
- সূর্য হতে শনির দূরত্ব → ১৪৩ কোটি কি:মি:।
- চাঁদের ব্যাস → ২,১৬০ কি:মি:।
- মঙ্গল গ্রহের ব্যাস → ৬,৭৯৮ কি:মি:।
- বৃহস্পতির ব্যাস → ১,৪২,৮০০ কি:মি:।
- নেপচুন গ্রহের ব্যাস → ৪৯,৫০০ কি:মি:।
- পশুটো গ্রহের ব্যাস → ৩,০০০ কি:মি:।
- বাংলাদেশের শতকরা কতজন লোক কৃষিকাজ করে → প্রায় ৮০ জন।
- বাংলাদেশে মোট আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ → ২ কোটি ১ লক্ষ ৫৭ হাজার একর।
- বাংলাদেশে বার্ষিক চা উৎপাদনের পরিমাণ → ৯.৫ কোটি পাউন্ড।
- এশিয়া মহাদেশে ধান জন্মে → প্রায় ৯৩%।
- 'ভ্যাট'-কার্যকারী হয় → ১ জুলাই, ১৯৯১ সাল হতে।
- শিল্পের উন্নয়নে বাংলাদেশের অবস্থান → উন্নয়নশীল।
- অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মানুষের বড় সমস্যা → সম্পদের স্বল্পতা।
- ইউরিয়া সারের প্রধান কাঁচামাল → মিথেন গ্যাস।
- বাংলাদেশে রাবার ভাল জন্মে → চট্টগ্রামের রামুতে।
- বাংলাদেশের প্রধান আমদানী দ্রব্য → শিল্পজাত দ্রব্য।
- বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানী দ্রব্য → তৈরি পোশাক, চা ও চামড়া।
- পরিবহনের জন্য মানুষ প্রথমে ব্যবহার করে → গরু, ঘোড়া ও উট।
- সমাজের প্রাথমিক পর্যায়ে পরিবহনের মাধ্যম ছিল → ভারবাহী জন্তু।
- পৃথিবীর সবচেয়ে বড় শহরগুলো গড়ে উঠে → নদীর তীরে।
- সবচেয়ে দ্রুতগামী ও ব্যয় বহুল পরিবহন মাধ্যম → উড়োজাহাজ।
- মাল পরিবহণে খরচ কম হয় → নৌ-পথে।

সাধারণ আলোচনা

- ভূগোলের প্রধান উপাদান হলো → মানুষ ও পৃথিবী।
- মানুষের আবাসভূমি হিসেবে পৃথিবীর বর্ণনাই → 'ভূগোল'।
- 'Geography' এর বাংলা প্রতিশব্দ → 'ভূগোল'।
- 'Geography' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন → 'প্রাচীন গ্রিস দেশীয় ভূগোলবিদ ইরাটাস থেনিস'।
- সৌরজগতের বৃহত্তম গ্রহ → বৃহস্পতি।
- পৃথিবীর নিকটতম গ্রহ → শুক্র।
- আকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্রের নাম → লুব্ধক।
- লাল গ্রহ বলে → মঙ্গল গ্রহকে।
- সূর্যের নিকটতম নক্ষত্র → প্রক্সিমা সেন্টারই।
- পৃথিবীর আনুমানিক বয়স → কমপক্ষে ৪,৫০০ মিলিয়ন বছর।
- বিষুর রেখার পরিধি → ৪০,০৭৬ কিলোমিটার।
- পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্ট → ৮,৮৫০ মিটার।
- পৃথিবী → ৩৬৫ দিন, ৫ ঘন্টা, ৪৮ মিনিট, ৪৭ সেকেন্ডে সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে।
- পৃথিবী নিজ অক্ষের উপরে → ২৩ ঘন্টা ৫৬ মিনিটে একবার আবর্তন করে।
- পৃথিবী হতে চন্দ্রের গড় দূরত্ব → ৩,৮৪,৪০০ কিলোমিটার।
- পৃথিবীর শীতলতম স্থান → ভারখয়ানস্ক, রাশিয়া ৮৯.৯° ফারেনহাইট।
- পৃথিবীর সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত অঞ্চল → চেরাপুঞ্জি, মেঘালয়, ভারত।
- পৃথিবীর জীবস্ফুট আণ্বেয়গিরির সংখ্যা → ৪৮৬টি।
- সর্ববৃহৎ অগ্ন্যাংপাত ঘটে → ১৮৮৬ সালে ইন্দোনেশিয়ার ক্রাকোতোয়ার।
- পৃথিবীর প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ → স্পুটনিক-১।
- পৃথিবীতে স্থল ভাগের আয়তন → ২৯%।
- পৃথিবীতে জল ভাগের আয়তন → ৭১%।
- নীল আর্মস্ট্রং → ২১ জুলাই, ১৯৬৯ প্রথম চন্দ্রে পদার্পন করেন।
- উইলিয়াম অ্যালকক → ১৯১৯ সালে প্রথম উড়োজাহাজে বিরতিহীন ভাবে আটলান্টিক পাড়ি দেন।
- এমান্ডসেন → ১৯১২ সালে দক্ষিণ মেরু আবিষ্কার করে।
- কপার নিকাস → ১৫৪০ সালে প্রথম সৌরজগৎ আবিষ্কার করেন।
- লিভিংস্টোন → ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত এবং নায়াম্বা হ্রদ আবিষ্কার করেন।

- তেনজিং এবং হিলারী→১৯৫৩ সালে এভারেস্ট জয় করেন।
- কলম্বাস→১৪৯২ সালে দঃ আমেরিকা আবিষ্কার করেন।
- ভাস্কো-দা-গামা → ভারতে আগমন করেন ১৪৯৮ সালে।
- ম্যাগিলান → প্রথম নেকীপথে পৃথিবী পরিভ্রমণ করেন।
- রবার্ট পিয়েরে → ১৯০৯ সালে উত্তর মেরু আবিষ্কার করেন।

বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড

- মহাবিশ্বের জন্ম - মহা বিস্ফোরণের (Big Bang) মাধ্যমে।
- মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তুকণা একে অপরকে যে আকর্ষণ দ্বারা ধরে আছে তাকে বলে মহাকর্ষ শক্তি।
- Big Bang ধারণার প্রবর্তক: জর্জ লেমিটের গ্যাসো।
- Big Bang তত্ত্বের পূর্ণাঙ্গ ধারণা দেন - স্টিফেন হকিং (পদার্থ বিজ্ঞানী)
- মহা বিশ্বের প্রসারমাণতা (Expanding Universe) প্রমাণ করেন এডউইন হাবল।
- কোয়ান্টাম তত্ত্বের জনক - ম্যাক্স ব্ল্যাঙ্ক।
- আপেক্ষিক তত্ত্বের (Theory of Relativity) জনক - আলবার্ট আইনস্টাইন।
- (Continental Drift Theory) এর প্রবক্তা - এ ওয়েগনার (Alfred Wegener)
- সৌর কলঙ্ক আবিষ্কার করেন - গ্যালিলিও
- সূর্য কেন্দ্রিক পৃথিবীর ঘূর্ণন ব্যাখ্যা করেন - নিকোলাস কোপারনিকাস।
- সৌর শক্তি সৃষ্টির প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেন- আলবার্ট আইনস্টাইন ১৯২৫ সালে।
- সূর্যের চতুর্দিকে অবস্থিত হালকা গ্যাসের আবরণ- করোনা।
- Black Hole বা কৃষ্ণ গহ্বর আবিষ্কার করেন - জন হুইলার ১৯৫৭ সালে।
- গ্যালিলিও ছিলেন - ইতালির জ্যোতির্বিজ্ঞানী।
- বণ্ট্যাকহোল শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন- জন হুইলার (U.S.A)

বিগ ব্যাং পরীক্ষা

- সৃষ্টি রহস্য জানতে ১০ সেপ্টেম্বর ২০০৮ বিগ ব্যাং বা মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বের প্রায়োগিক পরীক্ষা শুরু করেন।
- স্কটিশ পদার্থ বিজ্ঞানী অধ্যাপক পিটার হিগস প্রস্তাবিত গডস পার্টিকল বা ঈশ্বর কণা (হিগস-বোসন) সন্ধান পাওয়া এর উদ্দেশ্য।

- সুইজারল্যান্ড- ফ্রান্স সীমান্তের আল্পস পর্বতমালার ভূ-গর্ভের ২৭ কিলোমিটারের একটি বৃত্তাকার টানেলে এ পরীক্ষা চালানো হয়।
- বিগ ব্যাং পরীক্ষা তত্ত্ববধানে ছিল ইউরোপিয়ান সেন্টার ফর নিউক্লিয়ার রিসার্চ (CERN)

সৌর জগত

- সীমাহীন মহাকাশে সুবিশাল সুবিশাল মহাজগতের একটি ক্ষুদ্র অংশ সৌরজগত।
- এ পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা ধারণা লাভ করেছে ৫০০ কোটি সৌর জগতের।
- পৃথিবী থেকে নক্ষত্র বা নক্ষত্র থেকে নক্ষত্রের দূরত্ব মাপতে ব্যবহার করা হয় আলোক বর্ষ।
- পৃথিবীর নিকটতম ও পৃথিবী থেকে ১৩ লক্ষ গুণ বড় নক্ষত্র সূর্য (একটি গ্যাসিও পিঁ প্ৰধানত হাইড্রোজেন গ্যাস ৫৫% ও হিলিয়াম গ্যাস ৪৪%) দ্বারা গঠিত।
- সৌরজগতের গ্রহের সংখ্যা ৮টি (বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন)।
- সৌর জগতের গ্রহের তালিকা থেকে বাদ দেয়া হয়েছে - প্লুটোকে।
- সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে সময় লাগে ৮ মিনিট ১৯ সেকেন্ড।
- সৌরজগতের নিকটতম নক্ষত্র প্রক্সিমা সেন্টরাই (৩৮ লাখ কোটি কি.মি. পৃথিবী থেকে দূরে)।
- বৃহত্তম নক্ষত্র মন্ডলের নাম হাইড্রা।
- আকাশে উজ্জ্বলতম নক্ষত্র লুব্ধক।
- প্রব তারা দেখা যায় উত্তর গোলার্ধে।
- আলোর গতি প্রতি সেকেন্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল।
- সপ্তর্ষি মন্ডল (Great Bear) কালপুরুষ (Orion) ক্যাসিওপিয়া(Cassiopeia) লুঘুগুঘি Little Bear বৃহৎ কক্কুর মন্ডল (Cains major) প্রভৃতি নক্ষত্র মন্ডল।
- নীহারিকা থেকে - নক্ষত্রের উৎপত্তি।
- শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে মহাশূন্যে ভাসমান আলোকময় বা কালো মেঘের ন্যায় যে বাষ্পীয় জ্যোতিষ্ক দেখা যায় তা হলো- নীহারিকা।
- সৌরজগতের কেন্দ্রে অবস্থান করছে- সূর্য।
- পৃথিবী থেকে সূর্যের গড় দূরত্ব - ১৫ কোটি কি:মি: (১৫০ মিলিয়ন কি:মি:)
- বৃহৎ বৃত্তাকার পথে সূর্য - একবার আপন গ্যালাক্সির চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করে প্রায় ২০ কোটি বছরের ব্যবধানে।
- সৌরজগতের সবচেয়ে ক্ষুদ্র ও সূর্যের নিকটতম গ্রহ- বুধ।
- পৃথিবীর সবচেয়ে নিকটতম গ্রহ শুক্র।
- শুক্র গ্রহকে- ভোরবেলায় “শুকতারা” এক সন্ধ্যাবেলায় “সন্ধ্যাতারা” বলা হয়।
- বুধ ও শুক্র গ্রহের কোন উপগ্রহ নাই।

- শুক্রগ্রহের বায়ুমন্ডলের অধিকাংশই - কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস পূর্ণ
- সৌরজগতের একমাত্র আদর্শ গ্রহ পৃথিবী।
- পৃথিবী আবর্তন করে - পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে।
- পৃথিবীর অক্ষকারাচ্ছন্ন ও আলোকচ্ছন্নের মধ্যবর্তী অংশকে বলে- ছায়াবৃত্ত।
- পৃথিবীর পৃষ্ঠের গড় তাপমাত্রা - 15.5° সে:
- পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ- চন্দ্র (পৃথিবী থেকে চন্দ্রের দূরত্ব ৩,৮৪,৪০০ কি:মি:)
- চন্দ্র $29\frac{1}{2}$ দিনে পৃথিবীকে একবার আবর্তন করে।
- পৃথিবী ও মঙ্গল গ্রহের আকাশ যথাক্রমে নীল ও গোলাপী।
- মঙ্গলগ্রহের পৃষ্ঠের রং - লাল।
- রোমান যুদ্ধ দেবতা (Mars) মারস এর নামানুসারে - মঙ্গল গ্রহের নামকরণ করা হয়।
- মঙ্গল গ্রহের বায়ুমন্ডলের ৯৯ ভাগই $=(CO_2)$ কার্বন ডাই অক্সাইড।
- মঙ্গল গ্রহের সর্বোচ্চ স্থানের নাম- আলিম্পাস মানস।
- 'ফোবসা' ও 'ডিমোস' মঙ্গল গ্রহের দুটি উপগ্রহ
- মঙ্গল গ্রহ পৃথিবীর সবচেয়ে নিকটে আসে - ২৭ আগষ্ট ২০০৩ (৬০,০০০ বছর পর আবার এ অবস্থায় আসবে)।
- মঙ্গলগ্রহের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহের জন্য- প্রেরিত পাথ ফাইন্ডার মঙ্গল গ্রহে প্রবেশ করে ৮ঠা জুলাই ১৯৯৭ এবং ব্যবহৃত রোবোটের নাম "সোজারনার"।
- গ্রহরাজ বলা হয়- বৃহস্পতিক (উপগ্রহের সংখ্যা ১৬ টি। এদের মধ্যে লেঅ, ইউরোপা, গ্যানিমেড ও ক্যালিস্টো প্রধান)।
- যে গ্রহে দুইবার সূর্য উদয় ও অস্ত যায় - বৃহস্পতিতে।
- বলয় যুক্ত গ্রহ বলা হয় শনি গ্রহকে।
- শনি গ্রহের উপগ্রহের সংখ্যা ৫৬টি (টাইটান, হ্যা, ডাইওন ক্যাপিটাস ও টেথিস প্রভৃতি, উপগ্রহ অনেকের মতে ২৫টি।
- শনি গ্রহের সতর্বাপেক্ষ বড় উপগ্রহ- টাইটান।
- সৌর জগতের তৃতীয় বৃহত্তম গ্রহ-ইউরেনাস (১৭৮৯ সালে আবিষ্কৃত হয়)।
- সৌরজগতের বারম গ্রহের সংখ্যা ৩টি (প্লুটো, এরিস, সেরেস)।
- ফিনিক্স নাসার অনুসন্ধানী যান যা ডেলটা ২ রকেটের সাহায্যে মঙ্গলে পাড়ি জমা এবং ২৬ মে ২০০৮ সাফল্যের সঙ্গে লোহিত গ্রহ মঙ্গলের মাটি স্পর্শ করে। যার মূল উদ্দেশ্য মঙ্গল গ্রহে পানির সন্ধান করা।
- ভারত প্রথম চন্দ্র অভিযান শুরু করে ২২ অক্টোবর ২০০৮, চন্দ্রযান ১ নামে, ১৪ নভেম্বর ২০০৮ সফলভাবে চাঁদের পৃষ্ঠে অবতরণ করে। অনুসন্ধানী রোবটযান "আদিত্য" সফলভাবে চাঁদে অবতরণ করে ছবি পাঠানো শুরু করে।

ধূমকেতু, উল্কা, গ্রহ, উপগ্রহ, ছায়াপথ, নীহারিকা

- ধূমকেতু উজ্জল মসৃণ বিশিষ্ট একটি জ্যোতিষ্ক যার পশ্চাতে লক্ষ লক্ষ কিলোমিটার দীর্ঘ উজ্জল বাষ্পময় বা ধূলিকণাময় গুচ্ছ থাকে।
- হ্যালির ধূমকেতু আবিষ্কার করেন এডমন্ড হ্যালি।
- ধূমকেতুর অর্থ "ধূয়ার নিশানা"
- গত শতাব্দীর উজ্জলতম ধূমকেতু- হেলবপ।
- হ্যালির ধূমকেতু দেখা যায়- ৭৬ বছর অস্ত্র।
- সর্বশেষ আবিষ্কৃত ধূমকেতু- নিট।
- রাতের আকাশে ধাবমান জ্বলন্ত অগ্নিপিশির নাম- উল্কা।
- ভূ-পৃষ্ঠের ৯৭ কি:মি: এর মধ্যে পৌছালে উল্কা প্রজ্জ্বলিত ও ভষ্মিভূত হয়ে যায়।
- ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোটি কোটি নক্ষত্রের সমষ্টিকে- ছায়াপথ বলে।
- আকাশ গঙ্গা, স্বর্গ গঙ্গা প্রভৃতি ছায়াপথের অপর নাম।
- আমাদের ছায়াপথের নাম মিল্কি ওয়ে।
- মিল্কিওয়ের বাইরে সর্বপ্রথম ছায়াপথের সন্ধান দেন এডউইন হাবল
- আলো এক বছরে যে দূরত্ব অতিক্রমে করে তাকে আলোকবর্ষ (Light Year) বলে।
- সৌরজগতের সবচেয়ে নিকটবর্তী নক্ষত্রের নাম প্রক্সিমা সেন্টারি।
- খালি চোখে ৬০০০ নক্ষত্র দেখা যায়।
- প্রবৃত্তার আলো পৃথিবীতে পৌছাতে সময় লাগে ৪৭ বছর।
- শাল্লু সাগর চাঁদে অবস্থিত।
- International Astronomical Union (IAU) এর সদরদপ্তর- প্রাগ, চেকপ্রজাতন্ত্র।
- নভোযানের দিক নির্ণয়ের জন্য ক্যানোপাস নক্ষত্রটি ব্যবহৃত হয়।
- সূর্যের কৌণিক উন্নতি মাপার যন্ত্র- সেক্সটেন্ট।

অক্ষরেখা, দ্রাঘিমা রেখা ও পৃথিবীর গতি

- পৃথিবীর কেন্দ্র দিয়ে উত্তর দক্ষিণে কল্পিত রেখাকে- দ্রাঘিমা বা মেরু বলে।
- দুই মেরু থেকে সমান দূরত্বে পৃথিবীকে পূর্ব-পশ্চিমে বেঁটন করে একটি রেখা কল্পনা করা হয়েছে যাকে নিরক্ষরেখা/বিশুব রেখা/মহাবৃত্ত রেখা বলে।
- পৃথিবীর বৃত্তের কেন্দ্রের উৎপন্ন কোণ 90° ।
- নিরক্ষ রেখা থেকে প্রত্যেক মেরুর কৌণিক দূরত্ব 90° ।
- $29\frac{1}{2}$ ° উত্তর ও দক্ষিণ অংশকে যথাক্রমে- কর্কটক্রান্তি ও

মকরক্রান্তি বলে, $66\frac{1}{2}$ ° উত্তর ও $66\frac{1}{2}$ ° দক্ষিণ

অক্ষাংশকে যথাক্রমে- সুমেরু ও কুমেরু বৃত্ত বলে।

- যুক্তরাজ্যের লন্ডন শহরের উপকণ্ঠে গ্রীনিচ শহরের ওপর দিয়ে উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত রেখাকে- মূল মধ্য রেখা বা গ্রীনিচ রেখা বলে।
- আকাশে সূর্যের অবস্থান দেখে যে সময় নির্ণয় করা হয় তাকে- স্থানীয় সময় বলে।
- সেক্সটেন্ট যন্ত্রের সাহায্যে স্থানীয় সময় নির্ণয় করা যায়।
- সেক্সটেন্ট যন্ত্রের সাহায্যে অক্ষাংশ নির্ণয় করা হয়।
- বাংলাদেশের প্রমাণ সতদময় গ্রীনিচ সময়ের ৬ ঘন্টা অগ্রবর্তী।
- কল্পিত ১৮০° পূর্ব ও পশ্চিম দ্রাঘিমা রেখাটিই আন্তর্জাতিক তারিখ রেখার মূল ভিত্তি।
- পৃথিবীর আঙ্গিক গতি প্রমাণ করেন- ফরাসি বিজ্ঞানী 'ফুকো' দোলকের সাহায্যে ১৮৫১ সালে।
- দিবা রাত্রি ও ঋতু পরিবর্তন করা যথাক্রমে আঙ্গিক গতি ও বার্ষিক গতির কারণে।
- পৃথিবীর সর্বত্র দিন-রাত্রি সমান-২১ শে মার্চ ও ২৩শে সেপ্টেম্বর।
- উত্তর গোলার্ধে সবচেয়ে বড় ও ছোট দিন যথাক্রমে ২১শে জুন ও ২২ ডিসেম্বর।
- বায়ু প্রবাহ ও সমুদ্র স্রোত উত্তর গোলার্ধে ডান দিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বাম দিকে বৈকে যায়- সূত্রটি ফেরেলের।
- আফ্রিকা মহাদেশের প্রায় মধ্যভাগ দিয়ে অতিক্রম করেছে বিষুব রেখা।
- পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার বেশিরভাগই বাস করে উত্তর গোলার্ধে
- অনুসূর ও অপসূর যথাক্রমে-১লা জানুয়ারি ও ৪ঠা জুলাই।
- ৪০° দক্ষিণ থেকে ৪৭° দক্ষিণ অক্ষাংশকে গর্জনশীল চলিচশ বলে।
- দক্ষিণ গোলার্ধে দীর্ঘতম দিন ও ক্ষুদ্রতম রাত-২২ শে ডিসেম্বর।
- জোয়ার ভাঁটা সৃষ্টি হয়-আঙ্গিক গতির কারণে।

মহাকাশ ও মহাকাশ গবেষণা

- মহাকাশ তত্ত্বের আবিষ্কারক স্যার আইজ্যাক নিউটন।
- যে আবিষ্কারের ফলে মহাকাশ যাত্রায় মানুষ প্রথম সাফল্য লাভ করে- রকেট (১৯৮২৬ সালের ড. রবার্ট হ্যাচিং গার্ড (USA) রকেট আবিষ্কার করেন।
- উপগ্রহ দুই প্রকার কৃত্রিম ও প্রাকৃতিক।
- প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ: স্কুটনিক-১, ৪ অক্টোবর ১৯৫৭, থেকে ৪ জানুয়ারি ১৯৫৮ (রাশিয়া কর্তৃক)
- মহাকাশে প্রথম প্রাণীঃ লাইকা, ১৯৫৮ সালের ৩ অক্টোবর মহাকাশে পাঠানো হয়। (লাইকা পৃথিবীতে ফিরে আসেনি) স্কুটনিক-২ এর সাহায্যে।

- মহাকাশে প্রথম মানুষঃ রুশ নভোচারী ইউরি গ্যাগারিন ভোস্টক-১ এ চড়ে ১৯৬১ সালের ১২ এপ্রিল পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করেন।
 - মহাশূন্যে প্রথম মহিলা নভোচারীঃ ভেলেন্টিনা তেরেশকোভা (রুশ) ৬ জুন ১৯৬৩ তিনি মহাকাশে গমন করেন ভোস্টক-৬ নামক মিশনে ২ দিন ২২ ঘন্টা ৫০ মিনিট মহাকাশ ভ্রমণ করেন।
 - সর্বপ্রথম চাঁদ প্রদক্ষিণ করেনঃ ফ্রান্স বোর ম্যান, জেমস লোভেন, ও উইলিয়াম এন্ডারসন (USA) অপোলো-৮ এ চড়ে ১৯৬৮ সালের ২১ ডিসেম্বর।
 - মানুষ প্রথম চন্দ্রপৃষ্ঠে আরোহণ করে-২১ জুলাই ১৯৬৯ (এপোলো-১১ তে চড়ে)।
 - মহাকাশ অভিযাত্রী দলের প্রথম মহিলা নেতাঃ এলিন কলিন্স, ২৩ জুলাই ১৯৯৮ মিস এলিনের নেতৃত্বে স্পেস-শাটল কমমিয়া মহাশূন্যে প্রেরণ করা হয়।
 - NASA=National Aeronautics and Space Administration U.S.A এর ফ্লোরিডার কেপকেনেডি মহাকাশ উৎক্ষেপন কেন্দ্র। এর সদর দপ্তর ওয়াশিংটন। নাসা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫৮ সালে। NASA এর প্রধান চার্লস বোল্ডন।
 - ভ্যানগার্ড-১ এটি ছিল সর্বকালের ক্ষুদ্রতম উপগ্রহ ওজন ছিল মাত্র ৩ পাউন্ড।
 - ক্যাসিনিঃ শনি গ্রহে নিষ্কিন্ত মার্কিন মহাকাশ যান (দূর আকাশে পাঠানো সবচেয়ে বড় নভোযান; ১৩ অক্টোবর ১৯৯৭ সালে প্রেরণ করা হয়)।
 - ২৭ সেপ্টেম্বর ২০০৮ চীনের প্রথম নভোচারী হিসাবে মহাকাশে হেটে বেড়ান বাই ঝিগ্যাং।
 - আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্রে প্রথম ইউরোপীয় যান "জুলভার্ন" মহাকাশ স্টেশনে সফলভাবে ভিড়তে সক্ষম হয় ৩ এপ্রিল ২০০৮।
 - "অমিড হোপ" উপগ্রহটি ইরান উৎক্ষেপন করে ২ ফেব্রুয়ারি ২০০৯।
 - মহাকাশে প্রেরিত প্রথম মার্কিন যান-এক্সপেণ্ডারার ১, প্রেরিত হয় ৩১ জানুয়ারি ১৯৫৮।
 - মহাকাশে প্রথম মার্কিন নভোচারীঃ গেন্ডন, ১৯৬২ সালে তিনি মহাকাশে গমন করেন।
 - চাঁদের বুকে পানির সন্ধানে প্রেরিত যান-লুনার প্রস্পেক্টর।
 - মহাকাশে ষষ্ঠ পর্যটক রিচার্ড গ্যারিয়ট, ১২-১৮ অক্টোবর ২০০৮ তিনি রুশ নভোচারী ইউরি লোনচার্ড ও মার্কিন নভোচারী মাইকেল পিঞ্চকের সাথে করে ভ্রমণ করেন।
- মহাকাশ যান কলম্বিয়া
- কলম্বিয়া বিধ্বস্ত হয়: ১লা ফেব্রুয়ারি ২০০৩ টেক্সাসের আকাশে ভূ-পৃষ্ঠের অবতরণের মাত্র ১৫ মিনিট আগে।
 - ৭ জন নভোচারীর মধ্যে-৫ জন আমেরিকান, ১ জন ভারতীয় ও ১ জন ইসরাইলী।

- ভারতীয় ও ইসরাইলী নভোচারী যথাক্রমে কল্পনা চাওলা (হরিয়ান) ও কর্নেল ইলান রেমেন।
- মহাশূন্যে প্রথম মুসলিম নভোচারী-শাহজাদা সুলতান সালমান বিন আবদুল আজিজ।
মহাকাশ স্টেশন 'মির'
- মির রাশিয়ার মহাকাশ স্টেশন যা মহাকাশে স্থাপিত হয়-২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬ সালে।
- মির ধ্বংস হয় ২৩ মার্চ, ২০০১, গ্রিনিচ সময় ভোর ৬ টায়।

মহাকাশ উৎক্ষেপন কেন্দ্র 'বাইকনুর'

- বাইকনুর কেন্দ্রটি নির্মিত হয়ঃ ১৯৫০ সালে
- বাইকনুর কেন্দ্রটি অবস্থিত- কাজাখস্তানে। আয়তনে বৃহত্তম মুসলিম দেশ।
- রাশিয়া এটি ব্যবহার করতে পারবে ২০১১ সাল পর্যন্ত।

বিবিধ

- চন্দ্রযান-১ : ভারত কর্তৃক পানির অনুসন্ধানে প্রেরিত প্রথম মনুষ্যবিহীন যান।
- ISRO: ভারতের মহাকাশ উৎক্ষেপন কেন্দ্র।
- স্কাইল্যাবঃ যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক স্থাপিত একটি মহাকাশ স্টেশন ১৪ই মে ১৯৭২ স্থাপিত হয়।
- জিউকুয়ানঃ চীনের মহাকাশ উৎক্ষেপন কেন্দ্র
- উচিনোরী : জাপান মহাকাশযান উৎক্ষেপন কেন্দ্র।
- ২০০৮ সালের অক্টোবর পর্যন্ত পাঁচটি দেশ ও একটি চাঁদে অভিযান চালায়, দেশগুলো হচ্ছে রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, চীন ও ভারত ও সংস্থাটি হলো ইউরোপীয় মহাকাশ সংস্থা।
- International Space Station (ISS) : রাশিয়ার (১৯৯৮ সালে উৎক্ষেপিত)
- হাবল টেলিস্কোপ মহাশূন্যে প্রেরিত হয়ঃ ১৯৯০ সালে
- মারসঃ মঙ্গল গ্রহে প্রেরিত মনুষ্যবিহীন নভোযান।
- চীন প্রথম মহাশূন্যে মানুষ পাঠায় ১৫/০২/০৩ ইং
- শেনঝোউ-৫ চীন কর্তৃক প্রেরিত একটি মহাকাশযান

এক নজরে মহাকাশ পর্যটক

নং	নাম	মহাকাশ ভ্রমণকাল	নভোযানের নাম
১	ডেনিস টিটো (যুক্তরাষ্ট্র)	২৮ মে ৬ ২০০১	সয়ুজ টি এম-৩২
২	মার্ক শাটলওয়ার্থ (দঃআফ্রিকা)	২৫ এপ্রিল ৫ মে ২০০২	সয়ুজ টি এম-৩৪
৩	গ্রেগরি ওলসেন (যুক্তরাষ্ট্র)	১-১১ অক্টোবর ২০০৫	সয়ুজ টি এম এ-৭
৪	আনুশেহ	১৮-২৮	সয়ুজ টি এম

	আনসারি (ইরান)	সেপ্টেম্বর ২০০৬	এ-৯
৫	চার্লস সিমোনি (হাঙ্গেরি বংশোদ্ভূত যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক)	৭-২১ এপ্রিল ২০০৭	সয়ুজ টি এম এ-১০
৬	রিচার্ড অ্যালেন থারিয়ট (যুক্তরাষ্ট্র)	১২-১৮ অক্টোবর ২০০৮	সয়ুজ টি এম এ-১৩

- ইরানি বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক আনুশেহ আনসারী একাধারে বিশ্বের প্রথম নারী, প্রথম ইরানিয়ান বংশোদ্ভূত, বিশ্বের চতুর্থ এবং প্রথম মুসলিম মহাকাশ পর্যটক। তিনি সয়ুজ রকেট টি এম এ-৯ করে তিনি আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্রে (ISS) যান।
- এ পর্যন্ত সকল মহাকাশ পর্যটকগণ বাইকনুর মহাকাম উৎক্ষেপন কেন্দ্র ব্যবহার করেছেন।
- যুক্তরাষ্ট্রের চার্লস সিমোনি প্রথম পর্যটক হিসাবে দ্বিতীয়বারের মতো মহাকাশ ঘুরে এলেন ৮ এপ্রিল ২০০৯।

বায়ুমন্ডল

- বায়ুমন্ডল বায়ু প্রবাহ, বায়ু-চাপ, আদ্রতা, বৃষ্টিপাত।
- বায়ুমন্ডলের বয়স প্রায় → ৩৫ কোটি বছর।
- বিশুদ্ধ বায়ুতে নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেন → ৯৮.৭৩ ভাগ।
- বায়ুমন্ডলে অক্সিজেনের পরিমাণ → ২০.৭১ ভাগ।
- বায়ুমন্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ → ০.০৩ ভাগ।
- বায়ুমন্ডলের ৯৭ ভাগ পদার্থ বায়ুমন্ডলের নিম্নভাগের → ২৯ কি:মি: এর মধ্যে অবস্থিত।
- বায়ুমন্ডলের স্তর → ৪টি।
- ট্রোপোস্ফিয়ার এর গড় গভীরতা → ১৩ কি.মি. (প্রায়)।
- মেঘ, বৃষ্টিপাত, বায়ুপ্রবাহ, কুয়াশা, ঝড়, বজ্রবিদ্যুৎ প্রভৃতি সংগঠিত হয় → ট্রোপোস্ফিয়ারে।
- ট্রোপোস্ফিয়ারের উর্ধ্বসীমাকে বলা হয় → ট্রোপোজ।
- বায়ুমন্ডলীয় ওজন গ্যাসের বেশির ভাগ থাকে → স্ট্রাটোস্ফিয়ারের।
- বেতার তরঙ্গ প্রতিফলিত হয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসে → আয়নোস্ফিয়ার স্তর থেকে।
- প্রতি ১০০০ মিটার উচ্চতায় হ্রাস পায় → ৬°সেলসিয়াস।
- বায়ুর চাপ পরিমাপক যন্ত্রের নাম → ব্যারোমিটার।
- পৃথিবীর বড় বড় মরুভূমিগুলো অবস্থিত → উচ্চচাপ সম্পন্ন এলাকায় (আয়ন বায়ু প্রবাহ এলাকা)।

- আয়ন বায়ুর অপর নাম → বাণিজ্য বায়ু।
- প্রায় ৪০° দক্ষিণ থেকে ৪৭° দক্ষিণ অক্ষাংশ পর্যন্ত পশ্চিমা বায়ুর গতিবেগ সবচেয়ে বেশি বলে এ অঞ্চলকে বলা হয় → গর্জনশীল চলি-শ।
- ইউরোপীয় নাবিকগণ প্রবল বায়ুকে বলে → উত্তর-পশ্চিম পশ্চিমা বায়ু।
- গর্জনশীল চলিগণ নাম দেয়া হয়েছে → ৪০° উত্তর থেকে ৪৭° উত্তর অক্ষাংশ অঞ্চলকে।
- আয়ন বায়ু প্রত্যয়ন বায়ু ও মেরু বায়ুকে বলা হয় → নিয়ত বায়ু।
- মৌসুমী বায়ু, স্থল বায়ু ও সমুদ্র বায়ু → সামুদ্রিক বায়ুর উদাহরণ।
- দিন রাত্রির হ্রাস বৃদ্ধির ঋতু পরিবর্তন এবং জলভাগ ও স্থলভাগের তাপের তারতম্যের জন্য সৃষ্টি হয় → সাময়িক বায়ু।
- আরবী ভাষায় মৌসুম শব্দের অর্থ → ঋতু।
- ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে যে বায়ু প্রবাহের দিক পরিবর্তিত হয় তাকে বলা হয় → মৌসুমী বায়ু।
- দিনে বেলায় পর্বতের গা বেয়ে ওপরের দিকে যে বায়ু প্রবাহিত হয় তাকে বলা হয় → উপত্যকা বায়ু।
- রাতের বেলায় যে বায়ু পর্বতের গা বেয়ে উপত্যকার নিচের দিকে প্রবাহিত হয় তাকে → পার্বত্য বায়ু বলে।
- বায়ুকে জলীয় বাষ্পের উপস্থিতিতে বলা হয় → বায়ুর আর্দ্রতা।
- নির্দিষ্ট পরিমাণ বায়ুতে জলীয় বাষ্পের প্রকৃত পরিমাণকে বলা হয় → পরম আর্দ্রতা।
- বায়ু যে উষ্ণতায় জলীয়বাষ্প ঘনীভূত হয় তাকে বলা হয় → শিশিরাঙ্ক।
- হিমাক্ষ শিশিরাঙ্কের ওপরে থাকলে ঘনীভবনের মাধ্যমে শিশির, কুয়াশা অথবা, বৃষ্টিতে পরিণত হয়।
- বায়ুর আর্দ্রতা মাপা হয় → গুরু ও আর্দ্রকুণ্ডলিত হাইগ্রোমিটার এর সাহায্যে।
- বায়ুর তুলনামূলক সিজতাকে বলা হয় → আপেক্ষিক আর্দ্রতা।
- পরিচালন বৃষ্টি হয় → কিউমুলোনিম্বাস মেঘ হতে।
- নিরক্ষীয় অঞ্চলে বার্ষিক পরিচালন বৃষ্টিপাতের পরিমাণ → গড়ে ২০০ সেন্টিমিটার।
- জলীয়বাষ্পপূর্ণ বায়ু উচ্চ পাহাড় বা পর্বতে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ওপরে ওঠে যে বৃষ্টিপাত ঘটায় তাকে → শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টি বলে।
- পর্বতের যে পার্শ্বে বৃষ্টিপাত হয় না তাকে হয় → বৃষ্টিছায়া বা অনুবাত ঢাল।
- সিলেটে এলাকায় প্রচুর বৃষ্টিপাতের কারণ → মেঘালয় পাহাড়
- 'লু' হচ্ছে → নিয়ত বায়ুর অন্তর্ভুক্ত।

- প্রত্যয়ন বায়ুর অপর নাম → পশ্চিমা বায়ু।
- স্থলবায়ু → সাময়িক বায়ু প্রবাহের অন্তর্ভুক্ত।
- অস্ট্রেলিয়ায় মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হয় → পশ্চিম দিক থেকে।
- এশিয়া অঞ্চলে সারা বছর বৃষ্টি হয় → মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া।

বারিমন্ডল

- যে বিশাল পানিরাশিতে ভূ-ত্বকের নিচু অংশগুলো পরিপূর্ণ রয়েছে তাকে বারিমন্ডল বলে।
- বারিমন্ডল ভূ-পৃষ্ঠের শতকরা প্রায় দখল করে রয়েছে ৭১ ভাগ।
- বারিমন্ডলের আয়তন প্রায় ৩৬ কোটি ২৫ লক্ষ বর্গ কি:মি:।
- উন্মুক্ত বিস্তৃর্ণ পানিরাশিকে বলা হয়- সাগর।
- তিনদিক স্থল দ্বারা বেষ্টিত পানিরাশিকে বলা হয়- উপসাগর।
- চারদিকে সম্পূর্ণভাবে স্থল দ্বারা বেষ্টিত প্রাকৃতিক পানি রাশিকে বলা হয়- হ্রদ।
- পৃথিবীর মহাসাগরের সংখ্যা- ৫টি।
- সবচেয়ে বড় মহাসাগর- প্রশান্ত মহাসাগর।
- প্রশান্ত মহাসাগরের গড় গভীরতা সবচেয়ে বেশি- ৪২৭০ মিটার।
- আটলান্টিক মহাসাগরকে বিভক্ত করেছে- নিরক্ষরেখা।
- দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ দিক দিয়ে যে স্রোত আটলান্টিক মহাসাগরে প্রবেশ করেছে তার নাম- কুমেৰু স্রোত।
- জলরাশির নিয়মিত গতিকে বলা হয়- স্রোত।
- উষ্ণ ও শীতল স্রোতের সংমিশ্রণে সৃষ্টি হয়- কুয়াশা ও ঝড়।
- লবনাক্ত পানি সুস্বাদু পানি অপেক্ষা- ভারী।
- নিরক্ষীয় অঞ্চলের পানি- শীতল ও ভারী।
- স্রোতহীন সাগর- শৈবাল সাগর।
- উপসাগরীয় স্রোতের বর্ণ- গাঢ় নীল।
- কোন নদীর বয়ে আনা পানির প্রভাবে উপসাগরীয় স্রোতের বেগ বৃদ্ধি পেয়েছে- মিসিসিপি।
- পশ্চিমা বায়ু দ্বারা ভাঙিত হয়ে দক্ষিণ পূর্ব দিকে বেঁকে কুমেৰু স্রোতের সঙ্গে মিশেছে- ব্রাজিল স্রোত।
- পশ্চিম ইউরোপ ও ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে- উত্তর আটলান্টিক প্রবাহ।
- সমুদ্রস্রোত উত্তর গোলার্ধে ডান দিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বাম দিকে বেঁকে যায়- আর্কটিক গতির জন্য।
- সমুদ্রস্রোত সৃষ্টিতে সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করে- বায়ুপ্রবাহ।
- ৯ মাস বরফে আচ্ছাদিত থাকে-উত্তর আমেরিকার ল্যাব্রাডার উপদ্বীপ।
- জনসংখ্যায় পৃথিবীর বড় দেশ- চীন।
- জনসংখ্যায় পৃথিবীর ছোট দেশ- ভ্যাটিকান।

- পৃথিবীর শীতলতম স্থান- ভারতীয়ানস্ক (রাশিয়া)।
- পৃথিবীর উষ্ণতম স্থান- আজিজিয়া (লিবিয়া)
- বাংলাদেশের উষ্ণতম স্থান- নাটোরের লালপুর।
- বাংলাদেশের শীতলতম স্থান- শ্রীমঙ্গল।
- বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত হয়- সিলেটের লালখান।
- সৌরশক্তির সৃষ্টি প্রক্রিয়া সর্বপ্রথম আবিস্কার করেন- আলবার্ট আইনস্টাইন।
- কোন বিজ্ঞানী সর্বপ্রথম দূরবীনের সাহায্যে সৌর কলংক দেখতে পান- গ্যালিলিও।
- সূর্যকে যে তাপ বিকিরণ করে তার কতভাগ পৃথিবীতে এসে পৌঁছে- দুইশত কোটি ভাগের একভাগ।
- সৌরজগতের ক্ষুদ্রতম এবং নিকটতম গ্রহের নাম- বুধ।
- আয়তনে শুক্র গ্রহ কোন গ্রহের সমান- পৃথিবী।
- ভূপৃষ্ঠের গড় তাপমাত্রা- ১৩.৯০° সেন্টিগ্রেট।
- ৩টি উজ্জ্বল বলয় কোন গ্রহকে বেষ্টিত করে আছে- শনি গ্রহকে।
- আকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র- লুবক।
- খ্রীষ্ট জন্মের প্রায় ২০০ বছর পূর্বে পৃথিবীর পরিধি নির্ণয় করেন-ইরোতোস্থানিস।
- শুকতারা ও সন্ধ্যাতারা বলা হয়- শুক্রগ্রহকে।
- সৌর কলঙ্ক হচ্ছে- সূর্যের মধ্যে মাঝে মাঝে যে দাগ দেখা যায়।
- সপ্তর্ষিমন্ডল হচ্ছে- নক্ষত্র।
- আলোক বর্ষ হচ্ছে- পৃথিবী থেকে নক্ষত্র বা নক্ষত্রের দূরত্ব মাপতে যে একক ব্যবহার করা হয়।
- মহাকাশে প্রথম পাঠানো হয়েছিল- লাইকা নামে কুকুর।
- বিশ্বের অধিকাংশ ধান উৎপাদিত- মৌসুমী অঞ্চলে।
- বৃষ্টিহীন অঞ্চল বলা হয়- ক্রান্তীয় মরু অঞ্চলকে।
- পৃথিবীর উষ্ণতম স্থান- আজিজিয়া।
- দুধ খামারের জন্য বিখ্যাত- ডেনমার্ক।
- নিরক্ষীয় সূর্যের দেশ বলা হয়- নরওয়েকে।
- বিশ্বের ফলের ঝুড়ি বলা হয়- ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলকে।
- নিরক্ষীয় অঞ্চলের প্রধান কৃষিজাত ফসল- রাবার।
- ঋতুর পরিবর্তন নাই বললেই চলে যে অঞ্চলকে বুঝায়- নিরক্ষীয়।
- সাভানা- একটি তৃণভূমি।
- সাভানা অবস্থিত- কোরিয়ার সীমান্তে।
- পৃথিবীর প্রধান মৎস্য ক্ষেত্র অবস্থিত- এশিয়ার পূর্ব উপকূলে।
- সুইজারল্যান্ড বিখ্যাত- ঘড়ি শিল্পের জন্য।
- কানাডা বিখ্যাত- কাগজ শিল্পের জন্য।
- সর্বাধিক গবাদি পশুর দেশ বলা হয়- ভারতকে।
- কোন মহাদেশে বেশি গম উৎপাদিত হয়- উত্তর আমেরিকা।

- চায়ের ব্যবহার প্রথম শুরু হয়- চীনে।
- বিশ্বের প্রধান চা উৎপাদনকারী দেশ- ভারত।
- সৃষ্টির প্রথম প্রভাতে পৃথিবী ছিল- জ্বলন্ত গ্যাসীয় অবস্থায়।
- বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিল্প প্রধান দেশ- যুক্তরাষ্ট্র।
- বিশ্বের ব্যস্ততম সমুদ্রপথ- সুয়েজ খাল।
- পৃথিবীর অধিকাংশ চা, পাট ও ধান উৎপাদিত হয়- ভারতে।
- পৃথিবীর বৃহত্তম বিমান কোম্পানির নাম- বোয়িং।
- আরবদেশ সমূহ পশ্চাতের উপর তেল অবরোধ করে- ১৯৭৩ সালে।
- নিউজিল্যান্ড আবিস্কার করেন- ক্যাপ্টেন জেমস কুক।
- তেনজিং ও হিলারী- এভারেস্ট এর প্রথম বিজয়ী।
- মরুভূমির জাহাজ- উট।
- সমুদ্র সমতল হতে উচ্চ বিস্তীর্ণ সমভূমিকে বলে- মালভূমি।
- ভূ-পৃষ্ঠ হতে বায়ুস্তরের দূরত্ব কমতে থাকলে পরিবর্তন হয়- তাপহ্রাস পায়।
- শিশির কঠিন আকারে ধারণ করলে তাকে বলা হয়- তুহিন।
- সমুদ্রের পানিতে শতকরা লবন পাওয়া যায়- সাড়ে তিন ভাগ।
- সূর্যের পৃষ্ঠের বায়ুর চাপ প্রতি বর্গ সে:মি:- ১০ নিউটন।
- ইউরোপের দীর্ঘতম নদী- ভলগা।
- ভলগা নদীর দৈর্ঘ্য হচ্ছে- ৩৬৮৭ কিলোমিটার।
- কোন গ্যাস একই সাথে জীবনের জন্য ক্ষতি কর এবং উপকারী- ক্লোরিন।
- বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমুদ্র সীমা- ১২ নাটিক্যাল মাইল।
- বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমুদ্র সীমা- ২০০ নাটিক্যাল মাইল।
- গারো পাহাড় অবস্থিত- ময়মনসিংহ।
- বাংলাদেশের প্রধান খাদ্যশস্য- ধান।
- ধান উৎপাদনে বাংলাদেশের স্থান পৃথিবীতে- চতুর্থ।
- সম্প্রতি বাংলাদেশের আকাশে দৃশ্যমান উজ্জ্বল ধুমকেতুটি নাম- নীট।
- 'Grand mother of Science'- বলা হয় ভুগোলকে।
- ভুগোলকে অভিহিত করা হয়- পরিবেশ বিজ্ঞান (গতিশীল বিজ্ঞান)।
- প্রাচীন সভ্যতা গুলো গড়ে উঠেছিল- নদীর তীরে।
- নিরক্ষীয় অঞ্চলের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা- ২১° সে:।
- ঋতু বৈচিত্রের অঞ্চল বলা হয়- মৌসুমী অঞ্চল।
- বিশ্বের প্রাচুর্যের অঞ্চল বলা হয়- মৌসুমী অঞ্চলকে।

- সুদানীয় জলবায়ু নামে পরিচিতি- ক্রান্তীয় মহাদেশীয় জলবায়ু।
- পৃথিবীর অধিকাংশ মরুভূমি- ক্রান্তীয় মরুভূমি অঞ্চলে।
- সাহারা অবস্থিত- ক্রান্তীয় মরুদেশীয় অঞ্চলে।
- মৌসুমী অঞ্চলের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত পরিমাণ- ১২৭২০৩ সে.মি.।
- পর্যটন কোন অঞ্চলের প্রধান শিল্প- ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের।
- আয়তন অনুযায়ী কোন মহাদেশে সবচেয়ে বেশি বনভূমি রয়েছে- দঃআমেরিকা।
- এশিয়ার মোট আয়তনের কত শতাংশ বনভূমি- ২২%।
- পৃথিবীতে মোট বনভূমির পরিমাণ সবচেয়ে বেশি- রাশিয়ায়।
- পৃথিবীর সবচেয়ে জনবহুল দেশ- চীন।
- ধীরে ধীরে দেশ বলা হয়- নরওয়েকে।
- বিশ্ব ধান উৎপাদনে শীর্ষস্থানীয় দেশ- চীন।
- গমের প্রধান রপ্তানীকারী দেশ হলো- যুক্তরাজ্য।
- এশিয়ার প্রধান ফসল- ধান।
- প্রধান ভূট্টা রপ্তানীকারী দেশ- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।
- কফি কি জাতীয় খাবার- পানীয়।
- প্রধান ভূট্টা আমদানীকারী দেশ- জাপান।
- আফ্রিকার প্রধান চা উৎপাদনকারী দেশ- কেনিয়া।
- কোন মহাদেশে বিশ্ব অধিক কফি উৎপাদিত হয়- দঃআমেরিকাতে।
- তুলা উৎপাদনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্থান- ২য়।
- প্রধান ইক্ষু উৎপাদনকারী দেশ- ব্রাজিল।
- প্রধান যব উৎপাদনকারী দেশ- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।
- যব আমদানীতে প্রথম- সৌদি আরব।
- এশিয়ার প্রধান গম উৎপাদনকারী দেশ- চীন।
- সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘূর্ণায়মান জ্যোতিষ্ক মণ্ডলীকে বলে- গ্যালাক্সী।
- সূর্যে কোন গ্যাসের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি- হাইড্রোজেন গ্যাস।
- সূর্যের শতকরা কত ভাগ অন্যান্য গ্যাস- ১%।
- পৃথিবীতে শক্তির মূল উৎস- সূর্য।
- ভোর বেলায় শুকতার সন্ধ্যা তারা নামে পরিচিত- শুক্র গ্রহ।
- সূর্যকে একবার পৃথিবীর পরিক্রমণ করতে সময় লাগে- ৩৬৫ দিন, ৫ ঘন্টা, ৪৮ মিনিট, ৪৭ সেকেন্ড।
- মহাকাশে পৃথিবীর নিকটতম প্রতিবেশী- চন্দ্র।
- যুক্তরাষ্ট্রের কতজন নভোচারী চালিত নভোযান এ্যাপোলো- ১১ এর মাধ্যমে চন্দ্র পৃষ্ঠে মানুষ সর্ব প্রথম অবতরণ করেন ৩ জন (প্রথম অবতরণকারী নীল আমস্ট্রং)।
- পঞ্চদশো বিবিস্তৃত হয়-১৯৩০ সালে।

- মঙ্গল গ্রহের উপগ্রহ আছে-২টি।
- পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে শতকরা নাইট্রোজেন- ৭৮%।
- পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগে ভূকেন্দ্রকে ছেদ করে উত্তর- দক্ষিণ বরাবর যে রেখা কল্পনা করা হয় তাকে কি বলা হয়- মেরু রেখা।
- পৃথিবীকে উত্তর-দক্ষিণে সমদ্বিখন্ডিত করেছে কোন রেখা- নরক্ষর রেখা।
- নিরক্ষরেখার উত্তর দক্ষিণে নিরক্ষীয় রেখার সমান্তরাল রেখা গুলোকে বলা হয়- সামান্তরিক রেখা বলা হয়।
- অশ্বমন্ডলের প্রধান উপাদান-সিলিকন ও অ্যালুমিনিয়াম।
- ভূ-ত্ব গঠিত- ভূ-ত্বক বিভিন্ন প্রকার শিলার সমন্বয়ে গঠিত।
- অশ্বমন্ডলে অবস্থিত পৃথিবীর কঠিন বহিরাবরণকে বলা হয়- ভূ-ত্ব।
- পৃথিবীর অভ্যন্তর হতে নির্গত হয় আগ্নেয় শিলার সৃষ্টি করে- উত্তপ্ত গলিত লাভা।
- আগ্নেয়গিরির ফলে ভূ-ত্বের দুর্বল অংশে সৃষ্টি হয়- ফাটল সৃষ্টি হয়।
- ভূ-ত্বের গভীরতা- প্রায় ১৬-৪৮ কি:মি:।
- স্ফেরীভূত শিলা বলা হয়- পাললিক শিলাকে।
- ভূ-গর্ভস্থ যে স্থান হতে ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয় তাকে বলা হয়- কেন্দ্র।
- বায়ুর তাপের উৎস- সূর্য।
- সাগর, মহাসাগরের জলরাশির নিয়মিত প্রবাহকে বলা হয়- সমুদ্র স্রোত।
- সূর্যের তুলনায় পৃথিবীর উপর চন্দ্রের আকর্ষণ শক্তি- প্রায় দ্বিগুণ।
- জোয়ারের কত সময় পর ভাঁটা সৃষ্টি হয়- ৬ ঘন্টা ১৩ মিনিট।
- আফ্রিকার তথ্য পৃথিবীর একক দীর্ঘতম- নীলনদ।
- সূর্য চন্দ্র অপেক্ষা বড়- ২ কোটি ৪০ লক্ষ গুণ।
- দিবা ও রাত্রি পরস্পর সমান। এরূপ দিন বছরে আসে- দুইবার।
- মৌমাছি ঋতু বলা হয়- বসন্ত ঋতুকে।
- সূর্য কিরণ হতে ভিটামিন পাওয়া যায়- ভিটামিন-ডি।
- সবুজ উদ্ভিদ খাদ্য তৈরি করে- পাতায়।
- সুস্থ অবস্থায় মানব দেহের তাপমাত্রা- ৯৮.৪ F।
- ভূমিকম্প নির্দেশক যন্ত্রের নাম- সিসমোগ্রামিটার।
- সর্বাধিক স্নেহ জাতীয় পদার্থ, খাদ্যে বিদ্যমান- দুধ।
- পৃথিবীর যেমন চাঁদ, সূর্যের তেমন- পৃথিবী।
- ক্রনমিটারের সঙ্গে যেমন সময়, তেমনি থার্মোমিটারের সঙ্গে- তাপ।
- পৃথিবীর প্রথম পর্যায়ে যে শিলার সৃষ্টি হয় তার নাম- আগ্নেয় শিলা।
- আটলান্টিক মহাসাগরের উত্তর-পশ্চিমাংশের প্রচলিত ঝড়কে বলে- টাইফুন।

- চা চাষের জন্য নিম্নোক্ত প্রয়োজন- বৃষ্টি বিধৌত পাহাড়ী ঢাল ভূমি।
- ট্রিপল সুপার ফসফেট- সার।
- জ্যোতিষকে সাধারণত ভাগ করা যায়- সাত শ্রেণীতে।
- সূর্যের মৌলিকত্ব হচ্ছে-বায়বীয় পদার্থ।
- পৃথিবীর নিজ অক্ষে আবর্তনের দিক- পশ্চিম হতে পূর্ব দিকে।
- কোন দেশের সাথে বাংলাদেশের সরাসরি সীমান্ত সংযোগ আছে- ভারত ও মায়ানমার।
- বাংলাদেশের অবস্থান- ২০ ডিগ্রী ৩৪ হতে ২৬ ডিগ্রী ৩৮ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮ ডিগ্রী ০১ হতে ৯২ ডিগ্রী ৪১ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ।
- বাংলাদেশের উত্তরে অবস্থিত ভারতের রাজ্যগুলো- পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয় ও আসাম।
- বাংলাদেশের পশ্চিমে অবস্থিত ভারতের রাজ্য-পশ্চিমবঙ্গ।
- বাংলাদেশের মোট সীমান্ত দৈর্ঘ্য- ৫১৩৮ কি:মি: (৫১৩৮ কি:মি: না থাকলে ৪৭১৯)।
- ভারতের সাথে বাংলাদেশের সীমান্ত দৈর্ঘ্য- ৩৭১৫ কি:মি:।
- বার্মার সাথে বাংলাদেশের সীমান্ত দৈর্ঘ্য- ২৮৩ কি:মি:।
- বাংলাদেশের সবচেয়ে উঁচু পাহার- গারো পাহাড়।
- বাংলাদেশের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ- ২০৩ সে.মি.।
- বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত হয়- সিলেট জেলার লালখানে।
- বাংলাদেশের সর্বনিম্ন বৃষ্টিপাত হয়- নাটর জেলার লালপুরে।
- বাংলাদেশের উষ্ণতম জেলা- রাজশাহী।
- পাট উৎপাদনের বিশ্বে বাংলাদেশের স্থান- দ্বিতীয়।
- বাংলাদেশের পাট ব্যবসার প্রধান কেন্দ্র অবস্থিত- নারায়নগঞ্জ।
- ধান উৎপাদনে বাংলাদেশের স্থান পৃথিবীতে- চতুর্থ।
- বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট অবস্থিত - জয়দেবপুরে।
- ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের সংক্ষিপ্ত নাম- BRRI
- কোন জেলায় অধিক চা উৎপন্ন হয়- সিলেটে।
- 'জুটন' কি?- পাটের তৈরি একধরনের কাপড়।
- বাংলাদেশ রেশম গুটির চাষ সবচেয়ে বেশি হয়- চাঁপাইনগড়াবগঞ্জে।
- বাংলাদেশ রেশম উৎপন্ন হয়- রাজশাহীতে।
- পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম ব-দ্বীপ- বাংলাদেশ।
- ভূ-প্রকৃতি অনুযায়ী বাংলাদেশকে ভাগ করা হয়েছে- ৩টি অঞ্চলে।
- পাহাড়ী মাটি পাওয়া যায়- সিলেট, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম।

- বাংলাদেশে ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্রের সংখ্যা - ৪টি।
- বাংলাদেশে বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার- ১.৩২%।
- সারা পৃথিবীতে রেডিয়ামের পরিমাণ- প্রায় ৩০ পাউন্ড।
- যে মসৃণ তলে আলোর নিয়মিত প্রতিফলন ঘটে তাকে বলে- দর্পণ।
- পীট কয়লার প্রধান বৈশিষ্ট্য- ভিজা ও নরম।
- বাংলাদেশের পানি সম্পদের চাহিদা সবচেয়ে বেশি- কৃষিক্ষেত্রে।
- দক্ষিণ তালপট্ট দ্বীপ কোন নদীর মোহনায়- হাড়িয়া ভাঙ্গা।
- তিব্বতের মানস সরোবর হতে উৎপন্ন হয়েছে- ব্রাহ্মপুত্র নদ।
- ব্রাহ্মপুত্র নদের প্রধান শাখার নাম- যমুনা।
- যমুনা নদীর উপনদী- তিস্তা, করতোয়া, আত্রাই।
- যমুনার শাখা নদী- ধলেশ্বরী।
- পুরাতন ব্রাহ্মপুত্র নদের তীরে অবস্থিত- ময়মনসিংহ।
- ঢাকা কোন নদীর তীরে অবস্থিত?- বুড়িগঙ্গা।
- পদ্মার ভারতীয় অংশের নাম- গঙ্গার শাখানদী।
- পদ্মার কোন জেলার ভিতর দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে- রাজশাহী।
- পদ্মা নদী মেঘনার সাথে মিলিত হয়েছে- চাঁদপুরে।
- ইচ্ছমতী, ভৈরব, গড়াই, আড়িয়াল খাঁ প্রভৃতি নদীর শাখা নদী-পদ্মা নদীর।
- সুরমা ও কুশিয়ারা আসামের কোন নদীর শাখা- বরাক।
- বরাক নদীর উৎপত্তিস্থল-নাগা- মনিরপুর পাহাড়।
- কাগুই ও হালদা কর্ণফুলীল-উপনদী।
- বাংলাদেশ ও বার্মাকে বিভক্তকারী নদীটির নাম- নাফ।
- বরিশাল অবস্থিত- করতোয়া নদীর তীরে।
- গোপালগঞ্জ অবস্থিত- মধুমতি নদীর তীরে।
- নারায়নগঞ্জ অবস্থিত- শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে।
- সিলেট অবস্থিত- সুরমা নদীর তীরে।

এক নজরে জানি

১. বিশ্বের প্রাচুর্যের অঞ্চল বলা হয়- মৌসুমী অঞ্চলকে।
২. নিরক্ষীয় অঞ্চলের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা- ২১° সে:।
৩. পর্যটন প্রধান শিল্প- ভূ-মধ্যসাগরীয় অঞ্চলে।
৪. পৃথিবীর সবচেয়ে জনবহুল দে- চীন।
৫. মহাকাশে পৃথিবীর নিকটতম প্রতিবেশী- চন্দ্র।
৬. সর্ববৃহৎ আয়ুত্পাত ঘটে- ১৮৮৬ সালে ইন্দোনেশিয়ার ক্রাকোতায়।
৭. পৃথিবীর প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ- স্পুটনিক-১।
৮. নীল আমস্ট্রং চন্দ্র প্রদর্শন করেন- ২১ জুলাই ১৯৬৯ সালে।
৯. প্রথম নৌপথে পৃথিবী ভ্রমণ করেন- ম্যাগিলানি।
১০. প্রথম এন্টার্কটিকায় পৌছেন- গোটলিভের।
১১. উত্তর মেরু আবিষ্কার করেন- রবার্ট পিয়ারে ১৯০৯ সালে।

১২. এভারেস্ট জয় করেন- তেনজিং এবং হিলারী (১৯৫৩)।
১৩. ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত এবং নায়খা-হুদ আবিষ্কার করেন- লিভিংস্টোন।
১৪. নিউজিল্যান্ড আবিষ্কার করেন- ক্যাপ্টেন জেমসকুক (১৭৬৯ সালে)
১৫. দক্ষিণ মেরু আবিষ্কার করেন- এম্যানুয়েল (১৯১২ সালে)।
১৬. জনসংখ্যায় পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট দেশ- ভ্যাটিকান।
১৭. 'Green mother of science'-বলা হয়- ভূগোলকে।
১৮. সাহারা অবস্থিত- ক্রান্তীয় মরুদেশীয় অঞ্চলে।
১৯. পৃথিবীতে মোট বনভূমির পরিমাণ- প্রায় ৭৪৮৭ মিলিয়ন একর।
২০. পৃথিবীর যেমন চাঁদ, সূর্যের তেমন- পৃথিবী।
২১. ভূমিকম্প নির্দেশক যন্ত্রের নাম- সিসমোগ্রাফ।
২২. মৌমাছির ঋতু বলা হয়- বসন্ত ঋতুকে।
২৩. বিশ্বের প্রশস্ততম নদী- আমাজান।
২৪. সপ্তর্ষিমন্ডল হচ্ছে- নক্ষত্র।

মডেল প্রশ্ন

১. "হিমালয়ের কন্যা" বলা হয় বাংলাদেশের কোন জেলাকে?
(ক) পটুয়াখালী (খ) পঞ্চগড়
(গ) বরিশাল (ঘ) কক্সবাজার
২. "ডিমোস ও ফিবোস" কোন গ্রহের উপগ্রহ?
(ক) শুক্র (খ) বুধ (গ) মঙ্গল (ঘ) শনি
৩. বাংলাদেশের কোন জেলাকে "সাগর কন্যা" বলা হয়?
(ক) সিলেট (খ) পটুয়াখালী (গ) চট্টগ্রাম (ঘ) পঞ্চগড়
৪. বাংলা ভাষায় ভূগোল শব্দের আভিধানিক অর্থ কি?
(ক) পৃথিবী নিরেট (খ) পৃথিবী গোলাকার
(গ) পৃথিবী আয়তাকার (ঘ) পৃথিবী বর্গাকার
৫. ভূ-শব্দের অর্থ কি?
(ক) পৃথিবী (খ) বায়ুমন্ডল (গ) পাহাড়
(ঘ) পর্বত
৬. সূর্য কি?
(ক) সূর্য একটি উজ্জল নক্ষত্র (খ) পৃথিবীর উপগ্রহ
(গ) হ্যালির ধুমকেতু (ঘ) নক্ষত্র মন্ডল
৭. কত সালে ভলকন গ্রহটি আবিষ্কৃত হয়েছিল?
(ক) ১৯৭২ সালে (খ) ১৯৭৫ সালে
(গ) ১৯৭০ সালে (ঘ) ১৯৮০ সালে
৮. লৌহের ল্যাটিন নাম কি?
(ক) ফেরাম (খ) হর্গবেণ্ড (গ) লোহা
(ঘ) অগাইট
৯. আলজেরিয়া, লিবিয়া ও মিসরে কোন ধরনের সমভূমি দেখাতে পাওয়া যায়?
(ক) পালল সমভূমি (খ) ক্ষয়জাত

- (গ) লোয়েস সমভূমি (ঘ) মরু সমভূমি
১০. একটি নদী দ্বারা অপর একটি নদী গ্রাস হলে তাকে কি বলা হয়?
(ক) নদী গ্রাস (খ) ছেদ-ভূমি
(গ) পূর্বস্থ নদী (ঘ) প্রাথমিক ভূমিরূপ
১১. বাংলাদেশের কোন নদীর পানি প্রবাহ ক্ষয় বেশি?
(ক) যমুনা (খ) আড়িয়াল খাঁ
(গ) পদ্মা (ঘ) মেঘনা
১২. কোন গ্যাস বায়ুর আয়তন বৃদ্ধি করে এবং অক্সিজেন পাতলা করে?
(ক) অক্সিজেন (খ) কার্বন-ডাই-অক্সাইড
(গ) নাইট্রোজেন (ঘ) মিথেন

GK Book F-52 বা বাষ্পের উপস্থিতিতে কি বলে?

- (ক) অপ্রত্য (খ) উষ্ণতা (গ) জলবায়ু (ঘ) বৃষ্টিপাত
১৪. সর্বাপেক্ষা গভীর সমুদ্রখাত কোনটি?
(ক) ম্যারিয়ানা (খ) এডসেনখাত
(গ) জাপান খাত (ঘ) সবগুলো
১৫. কত সালে ফ্রান্সের লা-রাস খাড়িতে সর্বপ্রথম জোয়ার-ভাটার বৈদ্যুতিক শক্তি কেন্দ্রটি স্থাপিত হয়?
(ক) ১৯৬৬ সালে (খ) ১৯৫৫ সালে
(গ) ১৯৫৪ সালে (ঘ) ১৯৪৪ সালে
১৬. 'প্রগাঢ় কৃষির' ইংরেজি প্রতিশব্দ কি?
(ক) Intensive Farming
(খ) Extensive Farming
(গ) Hard labouring (ঘ) Read Farmer
১৭. খনিজ পদার্থ হচ্ছে-
(ক) সোনা (খ) রূপা (গ) তামা (ঘ) সবগুলোই
১৮. 'রানাখাবি ও হ্যরগাদা' অঞ্চল কোথায় অবস্থিত?
(ক) ইরাক (খ) যুক্তরাষ্ট্র (গ) মিশর (ঘ) কুয়েত
১৯. সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট আকরিক লৌহ কোনটি?
(ক) হেমাটাইট (খ) লিমোনাইট
(গ) ম্যাগনেটাইট (ঘ) সিডেরাইট
২০. বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমুদ্রসীমা কত?
(ক) ১২ নটিক্যাল মাইল (খ) ২০ নটিক্যাল মাইল
(গ) ২০০ নটিক্যাল মাইল (ঘ) ২৫০ নটিক্যাল মাইল
২১. "মৎস্য শিকার ট্রেনিং কেন্দ্র" কোথায় অবস্থিত?
(ক) রাজশাহী (খ) চট্টগ্রাম
(গ) যশোর (ঘ) চাঁদপুর
২২. হরিপুর তেল ক্ষেত্রটি কোন সালে আবিষ্কৃত হয়?
(ক) ১৯৫৫ সালে (খ) ১৯৮৬ সালে
(গ) ১৯৬৬ সালে (ঘ) ১৯৫২ সালে
২৩. "টেকনাফ" কি জন্য বিখ্যাত?

- (ক) পর্যটন কেন্দ্র (খ) ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র
(গ) বাণিজ্যিক কেন্দ্র (ঘ) রেলওয়ে
২৪. সূর্যের কন্যা বলা হয় কোন গাছকে?
(ক) তুলা গাছকে (খ) আমগাছকে
(গ) সরিচার গাছকে (ঘ) কোনটিই নয়
২৬. বাংলাদেশের প্রধান খাদ্যশস্য কোনটি?
(ক) গম (খ) ভুট্টা (গ) ধান (ঘ) আলু
২৭. বাংলাদেশের প্রধান খনিজ সম্পদ কোনটি?
(ক) কয়লা (খ) খনিজ তেল
(গ) প্রাকৃতিক গ্যাস (ঘ) চূনাপাথর
২৮. বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশ কোনটি?
(ক) ভারত (খ) আমেরিকা
(গ) চীন (ঘ) রাশিয়া
২৯. আল্পস পর্বতমালা কোথায় অবস্থিত?
(ক) পশ্চিম ইউরোপ (খ) পূর্ব ইউরোপ
(গ) উত্তর আমেরিকায় (ঘ) দক্ষিণ আমেরিকায়
৩০. সূর্য কিরণ হতে কোন ভিটামিন পাওয়া যায়?
(ক) ভিটামিন-এ (খ) ভিটামিন-বি
(গ) ভিটামিন-সি (ঘ) ভিটামিন-ডি
৩১. সবুজ উদ্ভিদ কোথায় খাদ্য তৈরী করে?
(ক) কাণ্ডে (খ) পাতায় (গ) শিকড়ে (ঘ) মাটিতে
৩২. সুস্থ অবস্থায় মানবদেহের তাপমাত্রা কত?
(ক) ৯৯° C (খ) ৯৮.৪° F
(গ) ৯৮.৪° C (ঘ) ৯৮.০° F
৩৩. ভূমিকম্প নির্দেশক যন্ত্রের নাম কি?
(ক) ব্যারোমিটার (খ) ল্যাকটোমিটার
(গ) সিসমোমিটার (ঘ) থার্মোমিটার
৩৪. সবচেয়ে ছোট দিন কবে সংঘটিত হয়?
(ক) ২০ ডিসেম্বর (খ) ২৩ ডিসেম্বর
(গ) ২৪ ডিসেম্বর (ঘ) ২৫ ডিসেম্বর
৩৫. কিলোগ্রাম হিসেবে ১ সেরের ওজন কত?
(ক) ০.৯৩৩১ কিলোগ্রাম (খ) ১.২১০০ কিলোগ্রাম
(গ) ০.৯৫৩১ কিলোগ্রাম (ঘ) ০.৮০৮৯ কিলোগ্রাম
৩৬. পৃথিবীর যেমন চাঁদ সূর্যের তেমন.....
(ক) চাঁদ (খ) পৃথিবী (গ) গ্রহ (ঘ) উপগ্রহ
৩৭. ক্রনমিটারের সঙ্গে যেমন সময়, তেমনি থার্মোমিটারের সঙ্গে-
(ক) উষ্ণ (খ) তাপ (গ) গরম (ঘ) চাপ
৩৮. স্কাইল্যাব কি?
(ক) বিমান (খ) মহাশূন্যে
(গ) মহাশূন্য স্টেশন (ঘ) উপগ্রহ
৩৯. উষ্ণতা নির্ণয়ে যন্ত্রের নাম কি?
(ক) ব্যারোমিটার (খ) হাইড্রোমিটার
(গ) আলটিমিটার (ঘ) থিওডোলাইট

৪০. বাংলাদেশের জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র কয়টি?
(ক) ১টি (খ) ২টি (গ) ৩টি (ঘ) ৪টি
৪১. পৃথিবীর প্রথম পর্যায়ে যে শিলার সৃষ্টি হয় তার নাম কি?
(ক) আগ্নেয় শিলা (খ) পাললিক শিলা
(গ) রূপান্তরিত শিলা (ঘ) স্ফ্রীভূত শিলা
৪২. আটলান্টিক মহাসাগরের উত্তর-পশ্চিমাংশের প্রচলিত ঝড়কে কি বলে?
(ক) টর্নেডো (খ) সাইমুন (গ) হ্যারিকেন (ঘ) টাইফুন
৪৩. যে নদীর তীরে লন্ডন শহর অবস্থিত তার নাম কি?
(ক) মিসিসিপি (খ) টেমস
(গ) ইউফ্রেটিস (ঘ) টাইগ্রিস
৪৪. চা চাষের জন্য নিম্নোক্ত কি প্রয়োজন?
(ক) নিম্নভূমি (খ) উচ্চভূমি
(গ) মরুভূমি (ঘ) বৃষ্টি বিধৌত পাহাড়ী ঢাল ভূমি
৪৫. কোন বস্তুর স্থিতিস্থাপকতা বেশি?
(ক) রাবার (খ) এলুমিনিয়াম
(গ) লৌহ (ঘ) তামা
৪৬. জ্যোতিষ্ককেসাধারণত ভাগ করা যায়?
(ক) সাত শ্রেণীতে (খ) নয় শ্রেণীতে
(গ) পাঁচ শ্রেণীতে (ঘ) তিন শ্রেণীতে
৪৭. প্রবতারা কোথায় দেখা যায়?
(ক) পূর্ব গোলার্ধে (খ) পশ্চিম গোলার্ধে
(গ) উত্তর গোলার্ধে (ঘ) দক্ষিণ গোলার্ধে
৪৮. সূর্যের মৌলিকত্ব হচ্ছে-
(ক) বায়বীয় পদার্থ (খ) কঠিন পদার্থ
(গ) তরল পদার্থ (ঘ) ধাতব পদার্থ
৪৯. পৃথিবীর নিজ অক্ষে আবর্তনের দিক-
(ক) পশ্চিম হতে পূর্ব দিকে (খ) উত্তর হতে দক্ষিণ দিকে
(গ) পূর্ব হতে পশ্চিম দিকে (ঘ) দক্ষিণ হতে উত্তর দিকে
৫০. বাংলাদেশের বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কত?
(ক) ১.৩২% (খ) ১.৪৩%
(গ) ১.৪৮% (ঘ) ১.৬৮%
৫১. সারা পৃথিবীতে রেডিয়ামের পরিমাণ কত?
(ক) প্রায় ৩০ পাউন্ড (খ) প্রায় ৫০ পাউন্ড
(গ) প্রায় ২৫ পাউন্ড (ঘ) প্রায় ১৫ পাউন্ড
৫২. নিম্নের কোনটি বস্তু নয়?
(ক) মাটি (খ) জল (গ) লবণ (ঘ) বায়ু
৫৩. নিম্নের দেশগুলোর মধ্যে কোনটি একই মহাদেশভুক্ত নয়?

- (ক) থাইল্যান্ড (খ) মায়ানমার
(গ) উগান্ডা (ঘ) ভিয়েতনাম
৫৪. নিম্নলিখিত কোনটির উপর বাংলাদেশ অবস্থিত?
(ক) ট্রপিক অব ক্যাপ্রিকন (খ) ট্রপিক অব ক্যানসার
(গ) ইকুয়েডর (ঘ) আর্কটিক সার্কেল
৫৫. কোন পদার্থটি চৌম্বক পদার্থ নয়?
(ক) কাঁচা লৌহ (খ) ইস্পাত
(গ) এলুমিনিয়াম (ঘ) কোবাল্ট
৫৬. কোন হরমোনের অভাবে ডায়াবেটিস রোগ হয়?
(ক) থাইরোসিন (খ) গ্লুকোসন
(গ) এড্রিনালিন (ঘ) ইনসুলিন
৫৭. যে মসৃণ তলে আলোর নিয়মিত প্রতিফলন ঘটে তাকে কি বলে?
(ক) দর্পণ (খ) লেন্স (গ) প্রিজম (ঘ) বিম্ব
৫৮. বাংলাদেশের পানি সম্পদের চাহিদা সবচেয়ে বেশি কোন খাতে?
(ক) আবাসিক (খ) কৃষি
(গ) বিদ্যুৎ উৎপাদন (ঘ) শিল্প
৫৯. জাপানের ফুজিয়ামার অগ্ন্যুৎপাত হয়েছিল-
(ক) ৪০০ বছর পূর্বে (খ) ২০০ বছর পূর্বে
(গ) ৬০০ বছর পূর্বে (ঘ) ৮০০ বছর পূর্বে
৬০. সাগর-মহাসাগরের জলরাশির নিয়মিত গতিকে কি বলা হয়?
(ক) জলোচ্ছাস (খ) জোয়ার
(গ) স্রোত (ঘ) বান
৬১. বাংলাদেশে কখন পরিচলন বৃষ্টি হয়?
(ক) শীতকালে (খ) শরৎকালে
(গ) হেমন্তকালে (ঘ) বর্ষাকালে
৬২. চট্টগ্রাম গ্রীষ্মকালে দিনাজপুর অপেক্ষা শীতল ও শীতলকালে উষ্ণ থাকে-
(ক) মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে (খ) স্থল বায়ুর প্রভাবে
(গ) সামুদ্রিক বায়ুর প্রভাবে (ঘ) আয়ন বায়ুর প্রভাবে
৬৩. একপ্রান্তে সমভূমি বা সাগরের অবস্থান দেখা যায়-
(ক) পর্বতবেষ্টিত মালভূমির (খ) পাদদেশীয় মালভূমির
(গ) ব্যবচ্ছিন্ন মালভূমি (ঘ) মহাদেশীয় মালভূমির
৬৪. পৃথিবীর কক্ষ পথ কি রূপ?
(ক) গোলাকার (খ) চ্যাপ্টা
(গ) বৃত্তাকার (ঘ) উপ-বৃত্তাকার

৬৫. বাংলাদেশে সবচেয়ে রাবার ভাল জন্মে?

- (ক) চট্টগ্রামের রামুতে (খ) বান্দরবানে
(গ) সিলেটে (ঘ) সবগুলোই

উত্তরমালা

০১. খ	০২. গ	০৩. খ	০৪. খ	০৫. ক
০৬. ক	০৭. ক	০৮. ক	০৯. ঘ	১০. ক
১১. গ	১২. গ	১৩. ক	১৪. ক	১৫. ক
১৬. ক	১৭. ঘ	১৮. গ	১৯. গ	২০. ক
২১. ঘ	২২. খ	২৩. ক	২৪. ক	২৫. ক
২৬. গ	২৭. গ	২৮. গ	২৯. ঘ	৩০. খ
৩১. খ	৩২. খ	৩৩. গ	৩৪. খ	৩৫. ক
৩৬. খ	৩৭. খ	৩৮. গ	৩৯. গ	৪০. ক
৪১. ক	৪২. ঘ	৪৩. খ	৪৪. ঘ	৪৫. ক
৪৬. ক	৪৭. গ	৪৮. ক	৪৯. ক	৫০. ক
৫১. ক	৫২. ক	৫৩. গ	৫৪. খ	৫৫. গ
৫৬. ঘ	৫৭. ক	৫৮. খ	৫৯. খ	৬০. গ
৬১. ঘ	৬২. গ	৬৩. খ	৬৪. ঘ	৬৫. ক